R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
১০ই জানুয়ারী, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

পুর প্রশাসনে শাসনের থেকে অপশাসনই চলছে বেশি

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর পুরসভার লাগামহীন প্রশাসনে কী স্বাস্থ্য, কী জলসরবরাহ, কী নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য সবই শিকেয় তুলে নির্বাচিত প্রশাসকরা দল ও আপন স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত। এর ফলে পুর নাগরিকদের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিষহ দুর্দিন। অন্য কিছু দূরের কথা রিক্সা ঘোড়াগাড়ী প্রভৃতির লাইসেন্স এবং ব্যবসাদারদের ট্রেড লাইসেন্স মঞ্জুর এবং সময় মত নবীকরণের জন্য লাইসেন্স ইন্সপেক্টর যিনি আছেন বেশির ভাগ দিনে তাঁর দেখা মেলে না পুর অফিসে। হয় তিনি ইউনিয়নের কাজে বাইরে, না হয় পুরসভার মামলা-মোকর্দমা হৈ হুজ্জতের তদ্বিরে কলকাতায়। তাঁকে সাহায্য করতে ৩/৪ জন সহকারী আছেন, তাও লাইসেন্স সংক্রান্ত কোন রেজিষ্টারই নাকি অফিসে নেই। অডিট অবজেকসনে বার বার সেই ত্রুটি তুলে ধরলেও প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয়নি বলে জানা যায়। প্রতিটি আবেদনকারীকে পুরোনো রসিদ দেখিয়ে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে বলা হয়। (৩য় পৃষ্ঠায়)

গঙ্গার ধারে পুরনো রেললাইনের সরকারী জমির মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে

ধুলিয়ান : স্থানীয় পৌরসভার লালপুর গ্রামের পুরনো রেললাইনের দু'পাশের গঙ্গার ধারের খাস জমির মাটী কেটে নিয়ে বে আইনী ব্যবসা চলছে বলে খবর। পুর প্রশাসন, বি-এল আর ও সব জেনে শুনেও রহস্যজনকভাবে চুপচাপ। উল্লেখ্য গঙ্গার ভাঙ্গন থেকে শহরকে রক্ষা করতে যেখানে গঙ্গার পার বাঁধানোর জন্য সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন সেখানে গঙ্গা তীরের মাটী বে আইনীভাবে কেটে বিক্রী করে একদল সুযোগ সন্ধানী ব্যবসাদার গঙ্গার ভাঙ্গনকে আরো চাঙ্গা করে তুলছেন। খবর বেতবেনা গ্রামের জনৈক লক্ষ্মী ঘোষ ও পাহাড়ঘাটী গ্রামের খমরাজ সর্দ্দারের নেতৃত্বে দু'মাস ধরে দুটি ট্রাকে, নাকি (নং W B. 39-0114 ও W. M. A 9204) প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকার মাটি বহন করা হয়েছে। এই মাটি কিনে নিচ্ছেন কয়েকজন ঠিকাদার ও বিড়ি ব্যবসায়ী (৩য় পৃষ্ঠায়)

কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পের আকালে জনজীবনে বিপর্যয়

রঘুনাথগঞ্জ : বেশ কয়েক মাস থেকে কম মূল্যের ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছে। শহরের কোন ভেণ্ডারের কাছেই ১; ২ বা ১০ টাকার ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাচ্ছে না। ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন লাইসেন্স রিনিউ হয়ে থাকে। সে সব লাইসেন্সে ১০ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প বেশি লাগে বলে খবর। আমাদের দপ্তরে বহু অভিযোগ এসেছে যে লাইসেন্স বাতিলের ভয়ে লাইসেন্সীরা বাধ্য হয়ে ৪০/৫০ টাকার ষ্ট্যাম্প ১০ টাকার স্থলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মহকুমা শাসকের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ষ্ট্যাম্পের কোন রকম অভাব নেই। সব মূল্যের ষ্ট্যাম্পই খাজাঞ্চিখানা থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমার কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে আমি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবো এবং দোষী ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারদের লাইসেন্স পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা নেবো। ভেণ্ডার এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ঘটনাটি হচ্ছে—খাজাঞ্চিখানা থেকে কম মূল্যের ষ্ট্যাম্প আমাদের কোঠা হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। এ সময় লাইসেন্স রিনিউয়ের জন্য বেশী ষ্ট্যাম্প লাগছে জানানো সত্ত্বেও খাজাঞ্চিখানা আমাদের ইনডেন্ট কেটে সারা বছরের কোটাই বজায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

খাদ্য বিভাগে ঘুঘুর বাসা
ডিলার ও জনগণের দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় রেশন ডিলাররা নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। ডিলারদের অভিযোগ রেশনের মালের এ্যালটমেন্ট করতে গিয়ে তাঁরা রীতিমত হয়রান হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে চালের বস্তা পিছু ৫ টাকা ও চিনির জন্য বস্তা পিছু ১০ টাকা উপঢৌকন দিতে হচ্ছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন উপর মহলের মদত আছে এঁদের কাজে, না হলে এঁরা এত সাহস পান কোথা থেকে। এই এলাকায় সমসেরগঞ্জ থানায় ৬০, ফরাক্কা থানায় ৪০, সুতি থানায় ১০ মোট ১১০ জন ডিলার আছেন। আদেশ অনুযায়ী তাঁদের সকলকেই একই দিনে মাল ডেলিভারী নিতে হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পাইকারী সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাল তুলতে হয়। কিন্তু লগ বুক একটিমাত্র ব্যবহার করা আইন। সেক্ষেত্রে এক জায়গায় লগবুক এনট্রি শেষ হলে তবে অন্যত্র যাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে একটি মাত্র দিনে বেলা ১০টা থেকে মাল সরবরাহ নিতে গিয়ে অনেকেরই রাত হয়ে যায়। এই সমস্ত এলাকায় রাত্রিতে মাল নিয়ে নিজ নিজ গ্রামে যেতে ডিলারদের রীতিমত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। এই অফিসের কেরোসিনের এ্যালটমেন্ট দেন যাঁরা তাঁরা এমনভাবে এ্যালটমেন্ট করেন যে, রেশন ডিলাররা হয়রান হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ্যালটমেন্ট নিয়ে গিয়ে ষ্টকে মাল না থাকায় তাঁদের ফিরে আসতে হয়। সমসেরগঞ্জে দু'জন কেরোসিনের হোলসেলার রয়েছেন। রামগোপাল শ্রীনিবাস (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে পৌষ বুধবার ১৩৯৬ সাল

নববর্ষে তিনটি ভার

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক পথ পরিক্রমা শুরু করিয়াছে। ইংরাজী নববর্ষারম্ভের পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারে শাসক দলের পরিবর্তন হইয়াছে। জাতীয় মোর্চা শাসনভার পাইয়া জনগণের নানা আশা-আকাঙ্খা পূরণের কার্যসূচী লইয়া অগ্রসর হইবেন—ইহাই কাম্য। তবে সব কিছুর সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতি গভীরভাবে জড়িত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নাকি চিন্তায় পড়িয়াছেন। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, তাহা রোধ করিতে না পারিলে জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হইবে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদেশী মুদ্রার সমস্যা ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি বাজেটের ফলেই হইতেছে। আর যে পরিমাণ ঘাটতি ধরা হয়, কার্যতঃ তাহা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ঘাটতির পরিমাণ না কমাইলে মূল্যবৃদ্ধ উত্তরোত্তর চলিতে থাকিবে। জাতীয় মোর্চার নির্বাচনী ইস্তাহারে জাতীয় অর্থনীতির সংস্কারের কথা ছিল। অর্থনীতি যে ধারায় চলিয়াছে, তাহার পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু কাজ হয়ত তত সহজ হইবে না। কিছুদিন পর জনসাধারণকে ফলভোগ করিতে হইলে তাঁহারাও বরদাস্ত করিবেন বলিয়া মনে হয় না। নূতন বৎসর আরম্ভে কেন্দ্রীয় সরকারের এই এক চিন্তা।

নবগঠিত সরকার কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে, উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ, নানা স্থানে অপহৃত ব্যক্তিদের মুক্তিপণ আদায়ের প্রবণতা। বিশেষ করিয়া কাশ্মীরে ভারতরাষ্ট্র বিরোধী কার্যাবলী দেখিতে পাইতেছেন। প্রাক্তন সরকার কী করিয়াছেন আর কী করেন নাই, তাহা লইয়া বাকবিতণ্ডার অবতারণার অবকাশ দিলে চলিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে দৃঢ়ভাবে ইহার মোকাবিলা করিতে হইবে। অন্যথায় দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হইবে। সরকারের সুচিন্তিত কার্যক্রম সকলেই আশা করিবেন।

টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে কি না, ইহাও এক মহাভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশের বেসামাল আর্থিক পরিস্থিতির জন্য বিশ্ব আর্থিক ভাণ্ডারের কাছে আজি জানাইতে হইবে। এই ভাণ্ডারও বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের জন্য অবশ্যই তাগিদ দিবে। ভারত সেক্ষেত্রে কী ভূমিকা লইবে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে জানা যাইবে। টাকার মূল্যহ্রাস আমদানী ও রপ্তানী—উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে শর্ত আরোপিত ঋণ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপই বলিয়া আসিয়াছেন। কার্যতঃ কী হইবে, তাহা এখনও জানা নাই। তবে সরকারকে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরাজী নববর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই তিনটি গুরুভার লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

অত্যাচার রুখতে ডেপুটেশন ও জঙ্গিপুর বন্‌ধের ডাক

রঘুনাথগঞ্জ : শাসক দল সি পি এমের গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে বি জে পি সারা রাজ্যব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা বি জে পি নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে ডেপুটেশন দেন বলে খবর। রঘুনাথগঞ্জ থানার সিদ্ধিকালী গ্রামের অত্যাচারিত বহিষ্কৃত পরিবারগুলিকে ঐ গ্রামে পুনর্বাসিত করতে তাঁরা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে তাঁর সাহায্য চান। মহকুমা শাসক সর্বদলীয় বৈঠক করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে ১নং বি ডি ওকে আদেশ দিলে বৈঠক হয়। শেষ পর্যন্ত লোকগুলিকে গ্রামে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অপর দিকে ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামে সি পি এমের সন্ত্রাস মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে। সি পি এমের গ্রাম্য নেতারা বলেন—যতক্ষণ গ্রামে একজনও বি জে পি করবে ততক্ষণ সন্ত্রাস তারা চালাবেন। তাঁরা বি জে পি সমর্থিতদের উপর শুধুমাত্র অত্যাচারই চালাচ্ছেন তাই নয় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের গ্রেপ্তার করাচ্ছেন। সি পি এম পরিচালিত পুরসভার নানা দুর্নীতি ও অব্যবস্থার প্রতিকার করার জন্য গত ৮ জানুয়ারী স্থানীয় বি জে পি নেতৃত্ব পুরপতির কাছে ডেপুটেশন দেন। সেই সাক্ষাৎকারে তাঁরা রাস্তাঘাটের মেরামত কলোনীতে আলো, সেনেটারী পায়খানার ব্যবস্থা, গঙ্গাতীরে মহিলা স্নানাগার, বড় বড় ড্রেনগুলির সংস্কার করে তার উপর ঢাকনা দেওয়ার ব্যবস্থা, মশা মারার ব্যবস্থা করা ও শুহ বাজারের উন্নতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পুরপতি সবকটি দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন। পোষ্ট মর্টেমের সুব্যবস্থা, হাসপাতাল থেকে যতরকম অব্যবস্থা দূর করা ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করা, এবং স্থানীয় একটি নার্সিং হোমের সঙ্গে কিছু ডাক্তারের বেআইনী সম্পর্ক রোধ করার দাবী জানিয়ে বি জে পি নেতৃত্ব এস ডি এম ও-র সঙ্গে আলোচনা করেন। মহকুমার বি জে পি-র নেতা চিত্ত মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে আরোও জানান, বিভিন্ন বেআইনী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা রোধ করার দাবী জানিয়ে তাঁরা গত ১ জানুয়ারী সাগরদীঘি বি ডি ওর কাছে এক ডেপুটেশন দেন। তাঁরা বি ডি ও-র কাছে অভিযোগ করেন গত ১৯৮৩ সাল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই ব্লকের গ্রামবাসীদের যে অনুদান এবং ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তার ৭৫% ভূয়া। এ ব্যাপারে তাঁরা জেলা শাসকের তরফে তদন্তের দাবী জানান। তাঁরা আরোও অভিযোগ করেন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দুর্বলতার জন্যই পিলকী গ্রামের খুনের এখনও ফয়সালা হয়নি। সরকারী খাস দামস বিলে যারা বেআইনীভাবে মাছ ধরছে তাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আগামী ১৫ জানুয়ারী মহকুমাব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও ১৭ জানুয়ারী জঙ্গিপুর বন্‌ধের বন্ধের ডাক দেন।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

ফরাক্কা : স্থানীয় ব্যাবেজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় গত ২৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর সারা বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অভিনেতা ও পরিচালকদের ক্লাবের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

শিশু পুষ্টি প্রকল্প নিয়েও দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষা বিভাগ থেকে শিশু পুষ্টি প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে রুটি দেওয়া হয়। বিভিন্ন বেকারী টেণ্ডার দিয়ে এই রুটি সরবরাহের ভার পেয়ে থাকেন। খবর, এই সরবরাহ নিয়েও বিভিন্ন দুর্নীতি চলছে। গত ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরসভার কোন স্কুলে রুটি দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। স্কুল পরিদর্শকেরা বা পুর কর্তৃপক্ষ এ খবর জানেন কিনা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে নানা কানাঘুঁষা শোনা যাচ্ছে। গুজব রুটি সরবরাহ না করেও যথারীতি রুটি দেওয়া হয়েছে বলে স্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেকারী মালিক নাকি রুটি সরবরাহের বিল দাখিল করেছেন।

পুষ্প প্রদর্শনী

ফরাক্কা : গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারী ইউ টি ইউ সি অফিসের সামনে কমলুদা সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক এক পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা, গোলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন মৌসুমী ফুলের সংগ্রহ দেখানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

শাসনের থেকে অপশাসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না থাকলে নতুন লাইসেন্স করে নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৮২ সাল থেকে একই হোল্ডিং একই ঘরে এ কারণেই দু'তিনটে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এমন নজীরও আছে। ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে গোলমাল চলে প্রায় দিন। বিরক্ত হয়ে বা সুযোগ পেয়ে অধিকাংশ রিক্সা চলে বিনা লাইসেন্সে। ফলে পুরসভার আয় কমছে। অন্যদিকে দলাদলির ডামাডোলে এবং দলের স্বার্থে প্রশ্রয় দেওয়ায় কর্মীদের পোয়া বারো। পূর্ব্বে নির্দলীয় চেয়ারম্যান কংগ্রেস সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন করলেও, সুবিধা ও স্বার্থ বুঝে সি, পি, এমে যোগ দেন। কিন্তু বোর্ড যেমন ছিল তেমনি চলছে। নানা গোলমালের ভয়ে সি পি এম দল থেকেও কোন অনাস্থা আনা হয়নি কংগ্রেসের উপপুরপতির বিরুদ্ধে। অবশ্য হাই কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশ অনুযায়ী এই বোর্ড বৈধ কিনা সে সন্দেহ রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের মনে। কিন্তু পঃ বঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের সমর্থন পাওয়ায় অবৈধ না বৈধ এ বিচার আজও হয়নি এবং তার ফলে পুরপতির ও পুরপ্রশাসনে শৈথিল্য আরোও বেড়েছে। পুরকর্মী সংস্থা সিটুর অধীন তাই তাঁরা অনায়াসেই পুর প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করার সাহস পাচ্ছেন। যে যা খুসী কাজ করছেন। আগে শ্লটারী হাউসে পাঁঠা, খাসি বা ভেড়া কাটার পর তাতে পুর সভার লাইসেন্স ছাপ দেওয়ার পর বাজারে বিক্রি হত। ছাপ দেওয়ার জন্য একজন কর্মীও নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বর্তমানে শ্লটারী হাউস পরিত্যক্ত, ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। সেখানে কোন পশু জবাই হয় না। যেখান থেকে খুসি কেটে নিয়ে এসে পুর বাজারে রাস্তার ধারে মাংস বিক্রি হচ্ছে বিনা ছাপে। এই শিথিলতার সুযোগে পাঠী বা মরা ছাগলের মাংস মাঝে মধ্যে বিক্রী হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্য পরিদর্শক যিনি আছেন তিনি বাজারে গেলেও ওদিকে তাকিয়েও দেখেন না। তাঁর দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তা লোকের মনে সন্দেহ জাগায়। এখানে ভেজাল খাদ্য পানীয় বিক্রির রমরমা কারবার চললেও নমুনা নিয়ে পরীক্ষার যে নিয়ম চালু ছিল তা একেবারেই উঠে গেছে। পুর প্রশাসনের চোখের সামনেই তহঃ বাজারের পরিধি ছাপিয়ে পুর পথের দু'ধারে তরিতরকারী বিক্রি হচ্ছে। পথের অবস্থা এমন আশ-পাশের বাড়ীর মহিলাদের আব্রু রক্ষা করে গঙ্গাস্নানে বা জগন্নাথ বাড়ীতে পূজা দিতে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শহরের রাস্তায় প্রভাতিক ঝাড়ু দেওয়ার যে রেওয়াজ ছিল তা আর নেই। পথের দু'ধারে ময়লা জলের নর্দমাগুলি মাস বাদ দিয়ে বছরেও একদিন ঠিকমত পরিষ্কার করানো হয় না। পুরসভার ময়লা বোঝাই গাড়ীটি শহর ভ্রমণের সময়ও বেলা ৯টা থেকে ১০টা। যখন রাজপথে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী বা অফিস কর্মীদের ভিড়ে পথ চলা অসুবিধা ঠিক সেই সময়। বারবার পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এ সবের কোন প্রতিকার হয়নি। পুরবাসীরা কবে এ সব থেকে মুক্তি পাবেন তাও জানেন না।

সরকারী জমির মাটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজনিজ বাড়ীর খোলা জায়গা ও গর্ত ভরাট করার জন্য। ক্ষতি হচ্ছে সরকারের এবং অধিবাসীদের বিপদ ঘটাতে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের মদত জোগাচ্ছেন পুর প্রশাসন এবং ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মকর্তা বি আর এল ও। স্থানীয় জনগণের দাবী মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে এই বে-আইনী কারবার অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা করে শহরকে ভাঙ্গন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

খাদ্য বিভাগে ঘুঘুর বাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও চারুচন্দ্র সাহা। গত ৪ জানুয়ারী রামগোপালের ষ্টকে মাত্র ১৭ হাজার লিটার কেরোসিন থাকা সত্ত্বেও এ্যালোটমেণ্ট দেওয়া হয় ৪৬ হাজার লিটার। অপর দিকে চারু সাহার ঘরে ষ্টকে ৪২ হাজার লিটার কেরো-সিনের উপর এ্যালোটমেণ্ট দেওয়া হয় মাত্র ১৪ হাজার। সকাল ৭টা থেকে বেলা ২টা পর্য্যন্ত হয়রাণী হওয়ার পর বিষয়টি ফোনে জঙ্গিপুরের কনট্রোলারকে জানালে তাঁর নির্দ্দেশে শেষ পর্যন্ত চারু সাহার ষ্টক থেকেই বাকীদের কেরোসিন দেওয়ার ব্যবস্থ হয়। ডিলারদের অভিযোগ স্থানীয় অফিসারেরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই হয়রাণী করেছেন। তাঁরা জানান মহকুমা নিয়ামককে সবকিছু জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তেমন কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয় কর্মীদের সাহস বেড়ে চলেছে।

অকালে জনজীবনে বিপর্যয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাখছেন। ফলে আমরা অসুবিধায় পড়ছি। অসুবিধায় পড়ছে জনসাধারণ। কিন্তু মানুষের ধারণা ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডাররা যাই বলুন— খাজাঞ্চিখানার সঙ্গে ভেণ্ডাররা যোগসাজশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে যে কোন কারণেই হোক। তাঁদের দাবী মহকুমা শাসকের তথ্যমত যদি ষ্ট্যাম্পের অভাব না থেকে থাকে তবে এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং ষ্ট্যাম্প বাজার থেকে উড়ে যাওয়ার রহস্য উদঘাটিত হোক।

বিজ্ঞাপ্ত

IV 59 for 1986 আজিমগঞ্জ S. R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা মূলে বন্দনা সিহি এবং হেলেনা সরকারকে যে Power দেওয়া ছিল অদ্য ৩-১-৯০ তারিখের IV 6 A. D. S. R. Ber. দলিল মূলে তাহা বাতিল করা হইল।

আপনি জানেন কি ?

* প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে কচ্ছপের গুরুত্ব অপরিসীম। পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র ইত্যাদির জলরাশির জৈবিক আবর্জনা, গলিত শব ইত্যাদি ভক্ষণ করে কচ্ছপ জল পরিশোধিত করে।

* ক্রমাগত শিকারের ফলে এই প্রাণীটি আজ বিলুপ্তির পথে। এই কারণে কচ্ছপ কেনা-বেচা, ধরা, রাখা ও মারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ১৯৭২ আইনানুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

* প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মল রাখতে এদের রক্ষা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

আগুনে পুড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর বেলা ১১-৩০ মিঃ নাগাদ মিনতি মিত্র নামে জনৈকা গৃহবধূ ব্যারেজের ৫নং ব্লকের কোয়ার্টারে অগ্নিদগ্ধ হন। খবর, ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে এই বিপদ ঘটে। আগুন তাঁর শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। স্বামী হিমাংশু মিত্র স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও আগুনে পুড়ে যান। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে উভয়কেই মালদহ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ২০ ডিসেম্বর মিনতি মিত্র মারা যান। তাঁর স্বামী এখনও চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মিনতি মিত্র মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে জানান এটা এক আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে রাস্তায় নামবে বি জে পি

ধুলিয়ান ঃ গ্রাম গঞ্জে সি পি এমের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে বি জে পি রাস্তায় নামবে। গত ২৪ ডিসেম্বর বি জে পির থানা কমিটির বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সমসেরগঞ্জ—ফ রা ক্কা লোকাল কমিটির সম্পাদক ষষ্ঠীচরণ ঘোষ। ষষ্ঠীবাবু বলেন, লোক-সভার ভোটের পর অত্র থানাদ্বয়ের বিভিন্ন গ্রামে সি পি এম ব্যাপক অত্যাচার শুরু করেছে। আমরা মারের জবাব মারেই দিতে চাই।

সি, আই, এস, এফের রক্ষীর গুলিতে অফিসার নিহত

ফরাক্কা : গত ৬ জানুয়ারী ফরাক্কা ব্যারেজ ৯নং গেটের ডিউটিরত সি আই এস এফ রক্ষী মুনসুওর সিংহের গুলিতে ঐ বিভাগের সেকেণ্ড অফিসার সুরিন্দর সিং ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর, ডিউটিরত অবস্থায় রক্ষীটি নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় সেকেণ্ড অফিসার পরিদর্শনে বার হয়ে তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে তাঁর খাতায় কর্মরত অবস্থায় ঘুমোচ্ছেন এই নোট করেন। সেই সময় রক্ষী ঘুম ভেঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে অফিসারকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি করেন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অফিসারকে ব্যারেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মুনসুওর সিংহ ফেরার।

ভারতীয় জীবনবীমা করপোরেশন

কলিকাতা সুবার্বণ ডিভিসন

হিন্দুস্থান বিল্ডিং অ্যানেকসি

৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

বন্ধ হয়ে থাকা পলিসিগুলি পুনর্বহাল করার বিশেষ সুযোগ

২৪ পরগণা (উত্তর), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার এবং আন্দামান ও নিকোবরের জীবনবীমা কার্য্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত সকল পলিসি হোল্ডারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আমাদের ইনটেনসিভ পুনর্বহাল পরিকল্পনার সুযোগ নিন এবং আপনাদের বন্ধ হয়ে থাকা জীবনবীমা পলিসিগুলি চালু করিয়া অন্যান্য সুবিধাসহ নিম্নে বর্ণিত সুবিধাগুলি গ্রহণ করুন। এই পরিকল্পনা ১৯৯০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে।

১। বকেয়া প্রিমিয়ামের ওপরে দেয় সুদের এক চতুর্থাংশ সর্বোচ্চ একটি পলিসিতে একশত টাকা সরাসরি ছাড় দেওয়া হইতেছে।

২। পুরুষ কিংবা মহিলা পলিসি হোল্ডার নির্বিশেষে, শুধুমাত্র বর্তমান বয়স, পলিসিতে দেয় মূল টাকা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কাগজ না চাহিয়াই পলিসি হোল্ডারগণের স্বাস্থ্য ভাল আছে এই নিজস্ব বিবরণপত্র গ্রহণ করিয়াই পলিসি চালু করা হইতেছে।

৩। সাধারণতঃ বন্ধ পলিসিতে বা পলিসি গ্রহণ করিবার এক বৎসরের মধ্যে পলিসিতে কোন রকম পরিবর্তন করা হয় না। কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনার সুযোগ হিসাবে সে ধরনের পরিবর্তনও করা হইতেছে।

৪। কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে ৫ বৎসরের উর্দ্ধে বন্ধ হয়ে থাকা পলিসিও পুনর্বহালযোগ্য।

পলিসি হোল্ডারগণকে অনুরোধ আপনারা আপনাদের নিজস্ব জীবনবীমা কার্য্যালয়ের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করিয়া বন্ধ পলিসি চালু করুন এবং এই সুবিধাগুলি গ্রহণ করুন। শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০। সত্বর করুন। সময় অল্প।

॥ জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই ॥

২৬-১২-১৯৮৯

টি, কে, রামপ্রসাদ
সিনিয়র ডিভিশানাল ম্যানেজার

আপনি কি চান,

গালভরা নাম

না

শক্তিভরা সিমেন্ট?

গালভরা নামে কি আসে যায়। কিন্তু উচ্চমানের সিমেন্টের কোন বিকল্প নেই।

দুর্গাপুর সিমেন্টের বৈশিষ্ট্য :

* রিইনফোর্সড্ এবং প্রি-কাস্ট কংক্রিট স্ট্রাকচারের পক্ষে আদর্শ।
* স্যাঁৎসেতে পরিবেশের উপযোগী।
* সমুদ্রের জল, সালফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া রোধক।
* দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের সেরা স্ল্যাগ থেকে তৈরী।
* আধুনিক প্রি-ক্যালসিনেটর প্ল্যান্টের ক্লিংকার, যা কমপিউটার দ্বারা মান বিচার করে তৈরি।
* মেট্রোরেল, ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং ইসকোর আধুনিকীকরণ, বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং আরও অনেক বৃহৎ প্রকল্প নির্মানে জড়িত।
* ব্যবহার কেন্দ্র থেকে কারখানা কাছে থাকায়, এই সিমেন্ট তাজা মেলে।
* সঠিক ওজন, সস্তা দাম।
* কারখানা পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে থাকায় বহন করার ক্ষতি কম।
* আই এস আই দ্বারা নির্ধারিত কমপ্রেসিভ শক্তির থেকে অধিক শক্তি।

ও হ্যাঁ। তাছাড়া আমরা গালভরা বিখ্যাত নামের কথাও বলতে পারি। কারণ আমরা একটি বিখ্যাত বিড়লা উদ্যোগ।

দুর্গাপুর সিমেন্ট
একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

দুর্গাপুর সিমেন্ট - শক্তি এমন, স্টীল যেমন

DPS/DC-892 BENG

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে, [illegible] পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।